Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences

RTIICS দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত

প্রশ্নে আপনি
উত্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

এবারের বিষয়ঃ **ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি (ডি সি এম, হার্ট ফেলিওর–এর একটি অন্যতম কারণ)**

ডাঃ সিদ্ধার্থ মানি, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলতে কী বোঝায়?

হার্ট–এ এক বা একাধিক চেম্বার স্বাভাবিকের তুলনায় বড় হয়ে গিয়ে হার্ট–এর স্বাভাবিক সংকোচন প্রসারণ ক্রিয়া ব্যাহত করার ফলে হার্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত সরবরাহ করতে পারে না, এই পরিস্থিতিকেই ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলা হয়।

কী কারণে এই রোগ হয়?

অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম হল– ভাইরাল ইনফেকশন, মায়োপ্যাথি, করোনারি ডিজিজ, অস্বাভাবিক বেশি হৃদস্পন্দন ইত্যাদি। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, সেগুলিকে ইডিওপ্যাথিক ডিসিএম বলা হয়।

এই রোগের লক্ষণগুলি কী কী?

শ্বাসকষ্ট, কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়া, বুক ধরফর, বুকে ব্যথা এগুলি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এছাড়াও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, পেট ও পায়ের পাতা ফোলার মতো সমস্যা হতে পারে।

এই অসুখ থেকে আর কী ধরণের জটিলাবস্থা তৈরি হতে পারে?

এই রোগ থেকে নানান কমপ্লিকেশন যেমন– স্ট্রোক, অ্যারিথমিয়া মূলত ভি টি, হঠাৎ করে কার্ডিয়াক ডেথ, কিডনির সমস্যা, পেরিফেরাল এমবলাইজেশন ইত্যাদি হতে পারে।

কী ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে?

কোনো রিভারসিবেল কারণ যেমন– করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকলে, সেই রোগের চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে এই অসুখ সারানো সম্ভব। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডিসিএম সারে না। সেই সকল ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং ওষুধই একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি। যে সকল ব্যক্তির কনট্রাক্টাইল ফাংশন (হার্টের সংকোচনের হার) খুবই কম থাকে তাদের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে কার্ডিয়াক ডেথ আটকাতে এবং হার্টের পাম্পিং ফাংশন বাড়াতে এ আই সি ডি অথবা সি আর টি ডি ইমপ্লান্টেশন–এর প্রয়োজন হয়।

ডি সি এম কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা, চেস্ট এক্স–রে, ই সি জি, ইকো কার্ডিওগ্রাফি করে সহজেই ডি সি এম নির্ণয় করা যায়। রোগের জটিলতার পরিমাণ ও কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চিকিৎসকরা অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, কার্ডিয়াক এম আর আই, হল্টার মনিটরিং ইত্যাদির পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

চিকিৎসায় কিরূপ ফল পাওয়া যায়?

জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং যথার্থ চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গেলে একজন রোগী স্বাভাবিক জীবন চালাতে পারেন। তবে রোগীর শরীরের অবস্থা কিরকম থাকবে তা নির্ভর করে হার্টের কন্ট্রাকটাইল ফাংশন কতটা কম আছে তার ওপর, এ ধরণের রোগীর ক্ষেত্রে উপসর্গ বাড়লে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হতে পারে।

জীবনযাত্রায় কী ধরণের পরিবর্তন আনা উচিত?

ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন, নোনতা ও ফ্যাটজাতীয় খাবার না খাওয়া, শ্রমসাধ্য কাজ না করা, নিয়মিত ওষুধ খাওয়া, কোনোরকম নেশা না করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা ভ্যাকসিন নেওয়ারও পরামর্শ দেন।

আপনার প্রশ্ন জানাতে ফোন বা ইমেল করুন

9051 93 93 93

email.rtiics@nhhospitals.org

NH Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences

প্রশ্নে আপনি
উত্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

এবারের বিষয়ঃ **ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি (ডি সি এম, হার্ট ফেলিওর–এর একটি অন্যতম কারণ)**

ডাঃ **সিদ্ধার্থ মানি**, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলতে কী বোঝায়?

হার্ট–এ এক বা একাধিক চেম্বার স্বাভাবিকের তুলনায় বড় হয়ে গিয়ে হার্ট–এর স্বাভাবিক সংকোচন প্রসারণ ক্রিয়া ব্যাহত করার ফলে হার্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত সরবরাহ করতে পারে না, এই পরিস্থিতিকেই ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলা হয়।

কী কারণে এই রোগ হয়?

অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম হল– ভাইরাল ইনফেকশন, মায়োপ্যাথি, করোনারি ডিজিজ, অস্বাভাবিক বেশি হৃদস্পন্দন ইত্যাদি। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, সেগুলিকে ইডিওপ্যাথিক ডিসিএম বলা হয়।

এই রোগের লক্ষণগুলি কী কী?

শ্বাসকষ্ট, কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়া, বুক ধরফর, বুকে ব্যথা এগুলি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এছাড়াও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, পেট ও পায়ের পাতা ফোলার মতো সমস্যা হতে পারে।

এই অসুখ থেকে আর কী ধরণের জটিলাবস্থা তৈরি হতে পারে?

এই রোগ থেকে নানান কমপ্লিকেশন যেমন– স্ট্রোক, অ্যারিথমিয়া মূলত ভি টি, হঠাৎ করে কার্ডিয়াক ডেথ, কিডনির সমস্যা, পেরিফেরাল এমবলাইজেশন ইত্যাদি হতে পারে।

কী ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে?

কোনো রিভারসিবেল কারণ যেমন– করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকলে, সেই রোগের চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে এই অসুখ সারানো সম্ভব। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডিসিএম সারে না। সেই সকল ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং ওষুধই একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি। যে সকল ব্যক্তির কনট্রাক্টাইল ফাংশন (হার্টের সংকোচনের হার) খুবই কম থাকে তাদের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে কার্ডিয়াক ডেথ আটকাতে এবং হার্টের পাম্পিং ফাংশন বাড়াতে এ আই সি ডি অথবা সি আর টি ডি ইমপ্লান্টেশন–এর প্রয়োজন হয়।

ডি সি এম কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা, চেস্ট এক্স–রে, ই সি জি, ইকো কার্ডিওগ্রাফি করে সহজেই ডি সি এম নির্ণয় করা যায়। রোগের জটিলতার পরিমাণ ও কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চিকিৎসকরা অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, কার্ডিয়াক এম আর আই, হল্টার মনিটরিং ইত্যাদির পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

চিকিৎসায় কিরূপ ফল পাওয়া যায়?

জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং যথার্থ চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গেলে একজন রোগী স্বাভাবিক জীবন চালাতে পারেন। তবে রোগীর শরীরের অবস্থা কিরকম থাকবে তা নির্ভর করে হার্টের কন্ট্রাকটাইল ফাংশন কতটা কম আছে তার ওপর, এ ধরণের রোগীর ক্ষেত্রে উপসর্গ বাড়লে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হতে পারে।

জীবনযাত্রায় কী ধরণের পরিবর্তন আনা উচিত?

ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন, নোনতা ও ফ্যাটজাতীয় খাবার না খাওয়া, শ্রমসাধ্য কাজ না করা, নিয়মিত ওষুধ খাওয়া, কোনোরকম নেশা না করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা ভ্যাকসিন নেওয়ারও পরামর্শ দেন।

আপনার প্রশ্ন জানাতে ফোন বা ইমেল করুন

9051 93 93 93

email.rtiics@nhhospitals.org